

# বোধোদয়

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত

**Published**

**by**

[porua.org](http://porua.org)

## বোধোদয়।

• • • •

### ঈশ্বর ও ঈশ্বরসৃষ্ট পদার্থ।

আমরা ইতস্ততঃ যে সমস্ত বস্তু দেখিতে পাই সে সমুদায়কে পদার্থ কহে। পদার্থ তিন প্রকার চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ। যে সকল বস্তুর জীবন আছে এবং যথা ইচ্ছা গমনাগমন করিতে পারে তাহারাই চেতন পদার্থ; যেমন মনুষ্য-গো, অশ্ব, পক্ষী, পতঙ্গ, কীট ইত্যাদি। যে সকল বস্তুর জীবন নাই আর যেখানে রাখ সেই খানেই থাকে, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারে না তাহাদিগকে অচেতন পদার্থ কহে; যেমন ধাতু, প্রস্তর, মৃত্তিকা, জল, ঘটী, বাটী, দোয়াত, কলম, পুস্তক, কাচ ইত্যাদি। আর যে সকল বস্তু ভূমিতে জন্মে তাহারা উদ্ভিদ পদার্থ; যথা তরু, লতা, গুল্ম, তৃণপ্রভৃতি।

ঈশ্বর সকল পদার্থেরই সৃষ্টিকর্তা। তিনিই প্রথমে চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ সমুদায় পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন। পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, সমুদ্র, পর্ব্বত, তরু, লতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি সকলই তাঁহার সৃষ্টি। এই নিমিত্ত ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্তা কহে।

ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ। তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন। আমরা যাই করি তিনি তাহা দেখিতে পান; যাহা মনে ভাবি তাহাও জানিয়ে পারেন: ঈশ্বর পরম দয়ালু। তিনি যাবতীয় জীব জন্তুকে আহাৰ দেন ও রক্ষা করেন। অতএব ঈশ্বরকে ভক্তি, শ্রব ও প্রণাম করা আমাদের কৰ্ত্তব্য কৰ্ম্ম।

## চেতন পদার্থ।

---

সমুদায় চেতন পদার্থের সাধারণ নাম জন্তু। জন্তুগণ মুখ ও নাসিকা দ্বারা বায়ু আকর্ষণ এবং মুখ দ্বারা আহাৰ গ্ৰহণ কৰিয়া প্ৰাণধাৰণ কৰে। আহাৰ দ্বাৰা শৰীৰেৰ পুষ্টি হয়, তাহাতেই বাঁচিয়া থাকে। আহাৰ না পাইলে শৰীৰ শুষ্ক হইতে থাকে এবং স্বৰায় মৰিয়া যায়! প্ৰায় সকল জন্তুৰই পাঁচ ইন্দ্ৰিয় আছে। সেই পাঁচ ইন্দ্ৰিয় দ্বাৰা তাহাৰা দৰ্শন, শ্ৰবণ, ঘ্ৰাণ, আশ্বাদন ও স্পৰ্শ কৰিতে পাৰে।

পুতলিকাৰ চক্ষু আছে দেখিতে পায় না; নাসিকা আছে গন্ধ পায় না; মুখ আছে খেতে পাৰে না; হস্ত আছে কোন বস্তু গ্ৰহণ কৰিতে পাৰে না; কৰ্ণ আছে কিছুই শুনিতে পায় না; পা আছে চলিতে পাৰে না। ইহাৰ কাৰণ এই, পুতলিকা অচেতন পদাৰ্থ, তাহাৰ জীবন নাই। ঈশ্বৰ জন্তুদিগকেই জীবন দিয়াছেন। তিনি ভিন্ন আৰ কোন ব্যক্তিৰই জীবন দিবাৰ শক্তি নাই। দেখ, মনুষ্যেৰা পুতলিকাৰ মুখ, চোখ, নাক, কান, হাত, পা, সমুদায় গড়িতে পাৰে ও উহাকে ইচ্ছামত বেশ ভূষাও পৰাইতে পাৰে; কিন্তু জীবন দিতে পাৰে না। উহা কেবল অচেতন পদাৰ্থই থাকে, দেখিতেও পায় না, শুনিতেও পায় না, চলিতেও পাৰে না, বলিতেও পাৰে না।

পৃথিবীৰ সকল স্থানেই ক্ষুদ্ৰ ও বৃহৎ নানা প্ৰকাৰ জন্তু আছে। তাহাদেৰ মध्ये কতকগুলি স্থলচৰ অৰ্থাৎ কেবল স্থলে থাকে। কতকগুলি জলচৰ অৰ্থাৎ কেবল জলে থাকে। আৰ কতক গুলি স্থল ও জল উভয় স্থানেই থাকে, তাহাদিগকে উভচৰ বলা যাইতে পাৰে। যাবতীয় জন্তুৰ মধ্যে মনুষ্য সৰ্ব্বপ্ৰধান; আৰ সমুদায় জন্তু তদপেক্ষায় নিকৃষ্ট; তাহাৰা কোন ক্ৰমেই বুদ্ধি ও ক্ষমতাতে মনুষ্যেৰ তুল্য নহে।

যে সকল জন্তুৰ শৰীৰে চৰ্ম্ম ৰোমশ অৰ্থাৎ ৰোমে আবৃত,এবং যাহাৰা চাৰি পায় চলে,তাহা দিগকে পশু কহে। গো, অশ্ব, গৰ্ভদভ,ছাগ,মেঘ, কুকুৰ, বিৰাল ইহাৰা ও এইৰূপ অন্য অন্য জন্তু পশুশ্ৰেণীতে গণ্য। পশুৰ চাৰি পা এই নিমিত্ত ইহাদিগকে চতুষ্পদ কহা যায়। কোন কোন পশুৰ খুৰ অখণ্ডিত অৰ্থাৎ জোড়া; কেমন ঘোড়াৰ। কতকগুলিৰ খুৰ দুই খণ্ডে বিভক্ত; যেমন গো. মেঘ, ছাগল প্ৰভৃতিৰ। কোন কোন পশুৰ পায়ে খুৰেৰ পৰিবৰ্তে নখৰ আছে; যথা বিড়াল, কুকুৰ, ব্যাঘ্ৰ প্ৰভৃতিৰ। কোন কোন পশুৰ ৰোম অনেক কাজে লাগে। মেঘেৰ লোমে কঞ্চল, বনাত প্ৰভৃতি প্ৰস্তুত হয়; তিব্বৎ দেশীয় ছাগলেৰ লোমে শাল হয়।

জন্তুর মধ্যে পক্ষিজাতি দেখিতে অতি, সুন্দর। তাহাদের সরাস্র পালকে ঢাকা। দুই পাশে দুইটি পক্ষ অর্থাৎ ডান আছে; তদ্বারা উড়িতে পারে, অনেক দূর গেলেও ক্লেশ বোধ হয় না। উহাদিগের দুটি পা আছে তাহার দ্বারা চলিতে পারে এবং বৃক্ষের শাখায় বসিতে পারে। কোন কোন পক্ষী অত্যন্ত ক্ষুদ্র; যেমন চড়ুই, বাবুই ইত্যাদি। ইহারা খড়, কুটা, তুণ প্রভৃতি আহরণ করিয়া অতি পরিস্কৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসা নিৰ্ম্মাণ করে। কাক, কোকিল, পায়রা প্রভৃতি কতকগুলি পক্ষির আকার কিছু বৃহৎ। হংস, সারস প্রভৃতি কতকগুলি পক্ষী জলে খেলা করে ও সাঁতার দিতে ভাল বাসে। ইহারা জলচর পক্ষী। সকল পক্ষী আপন আপন বাসায় ডিম পাড়ে এবং কিছু দিন ডানায় ঢাকিয়া गरমে রাখিলে ডিমের ভিতর হইতে ছানা বাহির হয়। ইহাকেই ডিমে তা দেওয়া ও ডিম ফুটান কহে।

মৎস্য এক প্রকার জন্তু। ইহারা কেবল জলে থাকে। ইহাদের শরীর ছালে আচ্ছাদিত; ঐ ছালের উপর মসৃণ চিহ্ন শব্দ অর্থাৎ আইস আছে। বোয়াল মাগুর প্রভৃতি কতকগুলি মৎস্যের ছালে শব্দ নাই। মৎস্যের দুই পাশে যে পাখনা আছে তাহার বলেই জলে ভাসে। মৎস্যেরা অতিবেগে সাঁতার দিতে পারে; এবং জলের ভিতর দিয়া গিয়া কীট ও অন্য অন্য ভক্ষ্য বস্তু ধরে। তিনি নামে এক প্রকার মৎস্য আছে তাহার আকার অতি বৃহৎ; মানুষের অপেক্ষা অনেক বড়। কখন কখন দীর্ঘে ৫৬ হাত ও প্রস্থে প্রায় ১০ হাত তিনি দেখা গিয়াছে।

আর এক প্রকার জন্তু আছে তাহাদিগকে সরীসৃপ কহে। কতকগুলি সরীসৃপের পা নাই, বুকে হাঁটে; কতকগুলির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পা আছে, তদ্বারা চলে। সর্প এক প্রকার সরীসৃপ। সর্পের পা নাই, বুকে ভর দিয়া ভূতলে বক্র গমন করে। সর্পের শরীরের চর্ম অতি মসৃণ ও চিহ্ন। ভেক, কচ্ছপ, গোসাপ, টিক্টিকী প্রভৃতি কতকগুলি সরীসৃপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পা আছে, তদ্বারা তাহারা চলিতে পারে। ভেক জাতি অতি নিরীহ। কৌতুক ও আমোদের নিমিত্ত তাহাদিগকে ক্লেশ দেওয়া উচিত নহে। কেহ কেহ এমত নিষ্ঠুর, যে, ভেক দেখিলেই ডেলা মারে ও যষ্টি প্রহার করে।

পতঙ্গ জাতি এক প্রকার জন্তু। পতঙ্গ নানাবিধ। গ্রীষ্ম ও বর্ষা কালে ফড়িঙ, মশা, মাছি, প্রজাপতি প্রভৃতি বহুবিধ পতঙ্গ উড়িয়া বেড়ায়। কোন কোন পতঙ্গ জাতি সময় বিশেষে অত্যন্ত ক্লেশকর হইয়া উঠে। পতঙ্গগণ পক্ষী, মৎস্য প্রভৃতি জন্তুর আহার।

কীট আতিক্ষুদ্র জন্তু। কীট নানাপ্রকার। উকুন, মংকুণ, পিপীলিকা, উই, ঘুণ প্রভৃতি ক্ষুদ্র জন্তু কীটজাতি। এ সমস্ত ভিন্ন আরও নানাপ্রকার জন্তু আছে। উহারা এমত ক্ষুদ্র যে অণুবীক্ষণ ব্যতিরেকে কেবল চক্ষুতে দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহারা স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে জলে ও স্থলে অবস্থিতি করে। সমুদায় জগৎ বৃহৎ ও ক্ষুদ্র প্রাণিসমূহে পরিবৃত। অবশ্যই কোন না কোন প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশে সমুদায় প্রাণী সৃষ্ট

হইয়াছে। কিন্তু সেই প্রয়োজন কি, অনেক স্থলেই তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায় না।

জগতে কত জীব জন্তু আছে তাহার সঙ্খ্যা করা যায় মা। কিন্তু সৃষ্টিকর্তার কি আপার মহিমা। তিনি তাহাদিগের প্রতিদিনের অপৰ্য্যাপ্ত আহার যোজনা করিয়া রাখিয়াছেন। তাহাদিগের অধিকাংশই লতা, পাতা, ফল, মূল ঘাস খাইয়া প্রাণধারণ করে। কতকগুলি জন্তু আপন অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও দুৰ্বল জন্তু ধরিয়া তাহাদের প্রাণ বধ করিয়া ভক্ষণ করে।

সিংহ, ব্যাঘ্র, তরঙ্গু প্রভৃতি কতকগুলি বড় বড় চতুষ্পদ জন্তু স্থাপদ অর্থাৎ শিকারী জন্তু ইহারা মৃগ, মেঘ প্রভৃতি দুৰ্বল জন্তু বধ করিয়া মাংস ভক্ষণ করে। অশ্ব, গো, গর্দভ, কুকুর, বিড়াল আদি কতকগুলি জন্তু মনুষ্যের অধীন থাকিতে অধিক রত এবং মানুষে যাহা দেয় তাহাই আহার করে। এই সকল জন্তুকে গ্রাম্য পশু বলে। ইহারা অতি নম্রস্বভাব; আমাদিগের অনেক উপকারে আইসে; এই নিমিত্ত ইহাদিগের উপর দয়া রাখা উচিত।

কোন জন্তু কোন শ্রেণীভুক্ত, কাহার কি নাম, এবং কে কোন জাতীয়, বিশেষরূপে জানা অতি আবশ্যিক। কোন পশুকেই অযথানামে ডাক উচিত নহে; যার যে নাম, তাকে সেই নামেই ডাকা কর্তব্য। কোন কোন ব্যক্তি ফড়িঙকে পশু কহে; কিন্তু ফড়িঙ পশু নয়, পডঙ্গ। যে সকল জন্তুর চারি পা তাহাদিগকে চতুষ্পদ কহে। পক্ষী চতুষ্পদ নহে কারণ উহার দুটি বই পা নয়; অতএব উহাকে চতুষ্পদ না কহিয়া দ্বিপদ কহা উচিত।

কোন জন্তুর কি প্রকৃতি ও ঈশ্বর কি অভিপ্রায়ে সৃষ্টি করিয়াছেন, আমরা তাহা সবিশেষ অবগত নহি। এই নিমিত্ত কতকগুলিকে পবিত্র, পূজ্য, ও আদরণীয় জ্ঞান করি; কতক গুলিকে ঘৃণা করি ও স্পর্শ করি না। কিন্তু ইহা অত্যন্ত অন্যায় ও ভ্রান্তিমূলক। বিশ্বকর্তা ঈশ্বরের সন্নিধানে সকল জন্তুই সমান; অতএব আমাদিগেরও ঐরূপ জ্ঞান করা উচিত।

পশুদিগের মধ্যে পদমর্যাদা নাই। সিংহের মৃগেন্দ্র অর্থাৎ পশুর রাজা কহে; কিন্তু তাই কদাচ ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে। সকল পশু অপেক্ষা সিংহের পরাক্রম অধিক, এই নিমিত্ত মনুষ্যেরা তাহাকে ঐ নাম দিয়াছে। নচেৎ সিংহ অন্য অন্য পশু অপেক্ষা কোন মতে উত্তম নহে।

## মানব জাতি

মনুষ্যজাতি বুদ্ধি ও পরাক্রমে সকল জন্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাহাদিগের বুদ্ধি ও বিবেচনাশক্তি আছে; এজন্য পশু পক্ষী ও অন্য অন্য সর্বপ্রকার জীব জন্তুর উপর আধিপত্য করিতে পারে। মনুষ্য পশুর ন্যায় চারি পায় চলে না; দুই পায়ের উপর ভর দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়ায়। তাহাদের হস্ত ও অঙ্গুলি সহিত, দুই বাহু আছে; ঐ হস্ত ও অঙ্গুলি দ্বারা তাহারা ইচ্ছানুরূপ সকল কৰ্ম করিতে পারে। অন্য অন্য জন্তুর শীরের চৰ্ম্ম রোমশ; এ জন্য তাহারা শীতে ও বাতাসে ক্লেশ পায় না। কিন্তু মানুষের চৰ্ম্ম রোমশ নহে; সুতরাং শীত বাত বারণের নিমিত্ত আবরণ বস্ত্র আবশ্যিক। ঈশ্বর মনুষ্যকে হস্ত দিয়াছেন; উহা দ্বারা তাহারা বস্ত্র, গৃহ, গৃহসামগ্রী ও অন্য অন্য আবশ্যিক বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া লইতে পারে; এবং রন্ধন ও শীত নিবারণের নিমিত্ত অগ্নিও জ্বালিতে পারে।

মনুষ্য জাতি একাকী থাকিতে ভাল বাসে না। তাহারা পিতা, মাতা, ভ্রাতা, স্ত্রী, পুত্র কন্যা প্রভৃতি পরিবারের মধ্যগত ও প্রতিবেশি মণ্ডলে বেষ্টিত হইয়া বাস করে। এরূপও দেখিতে পাওয়া যায়, কোন কোন ব্যক্তি লোকসমাজ পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যের মধ্যে কুটীর নির্মাণ করিয়া বাস করে; কিন্তু তাদৃশ লোক অতিবরল। অধিকাংশ লোকই গ্রামে ও নগরে পরস্পরের নিকট বাটী নির্মাণ করিয়া অবস্থিতি করে। যে স্থানে অল্প লোক বাস করে, তাহার নাম গ্রাম। যেখানে বহুসংখ্যক লোকের বাস, তাহাকে নগর কহে। যে নগরে রাজার বাস, অথবা রাজকীয় প্রধান স্থান থাকে, তাহাকে রাজধানী কহে; যেমন কলিকাতা বাঙ্গলা দেশের রাজধানী।

মনুষ্যেরা গ্রামে ও নগরে একত্র হইয়া বাস করে। ইহার তাৎপর্য্য এই; তাহাদের পরস্পর সাহায্য ও আনুকূল্য হইতে পারিবেক; এবং পরস্পর দেখা শুনা ও কথা বার্তায় সুখে কাল যাপন হইবেক। যে লোক যে দেশে বাস করে তাহাকে সেই দেশের নিবাসী কহে; এবং সেই সমস্ত নিবাসী লোক লইয়া এক জাতি হয়। পৃথিবীতে নানা দেশ ও নানা জাতি আছে।

লোক মাত্রেরি জন্মভূমি ঘটিত এক এক উপাধি থাকে; ঐ উপাধি দ্বারা তাহাদিগকে অন্য দেশীয় লোক হইতে পৃথক বলিয়া জানা যায়। বাঙ্গলা দেশে আমাদের নিবাস, এই নিমিত্ত আমাদিগকে বাঙ্গালি বলে! এইরূপ উড়িষ্যা দেশের নিবাসি লোকদিগকে উড়িয়া কহে। মিথিলার নিবাসিদিগকে মৈথিল; ইংলণ্ডের নিবাসিদিগকে ইংরেজ।

মনুষ্যের দুইহাত; একটা ডানি, একটা বাম। আমরা যে হস্তে লিখি ও আহার করি সেই ডানি হাত; তড়িগটী বাম হাত। বাম হস্ত অপেক্ষা দক্ষিণ

হস্তে অনেক কৰ্ম করা যায়। এইরূপ ডানি পা, বাঁ পা; ডানি চক্ষু, বাম চক্ষু; ডানি পাশ, বাঁ পাশ।

জন্তু সকল যখন শ্রান্ত ও ক্লান্ত হয় তখন তাহারা আরাম করে ও নিদ্রা যায়। নিদ্রা যাইবার সময় তাহারা শয়ন ও নয়ন মুদ্রিত করে। অশ্ব প্রভৃতি কতক গুলি জন্তু দাঁড়িয়া নিদ্রা যায়। শশ প্রভৃতি কতক গুলি চক্ষু না বুজিয়া নিদ্রা যাইতে পারে। নিদ্রার প্রকৃত সময় রাত্রি; ঐ সময়ে সমস্ত জগৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়। আমরা নিদ্রা যাইবার সময় কখন কখন স্বপ্ন দেখি। স্বপ্ন সকল কেবল অমূলক চিত্রা মাত্র; কোন কার্যকারক নহে। জন্তু সকল যখন নিদ্রা যায় তখন তাহারা নিদ্রিত; আর যখন নিদ্রা না যাইয়া জাগিয়া থাকে তখন তাহারা জাগরিত।

মনুষ্য ভিন্ন সকল জন্তুই কাঁচা বস্তু ভক্ষণ করে। ছাগ, মেষ, গো, মহিষ প্রভৃতি জন্তু মাঠের কাঁচা ঘাস খায়। সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি স্থাপদেরা কোন জন্তু মারিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার কাঁচা মাংস খাইয়া ফেলে। পক্ষিগণও জীৱন্ত কীট পতঙ্গ ধরিয়া তৎক্ষণাৎ ভক্ষণ করে। মনুষ্যেরা কাঁচা বস্তু খায় না; খাইলে পরিপাক হয় না, পীড়াদায়ক হয়। কিন্তু কতকগুলি পক্ষ ফল মূল ভক্ষণ করিতে পারে; ভক্ষণ করিলেও পীড়াদায়ক হয় না। তাহারা প্রায় সকল বস্তুই অগ্নিতে পাক করিয়া খায়। ভক্ষ্য বস্তু ভাল পাক করা হইলে সুস্বাদ ও শরীরের পুষ্টিকর হয়;

জন্তুগণ যখন সচ্ছন্দ শরীরে আহার বিহার করিয়া বেড়ায় তখন তাহাদিগকে সুস্থ বলা যায়। আর যখন তাহাদের পীড়া হয়, সচ্ছন্দে আহার বিহার করিতে পারে না, সর্বদা শুইয়া থাকে এসময়ে তাহাদিগকে অসুস্থ বলে। মনুষ্যের পীড়া হইবার অধিক সম্ভাবনা। পীড়া হইলে চিকিৎসকেরা ঔষধ দিয়া আরোগ্য করেন। অতএব পীড়িত হইলে বৈদ্যেরা যে ঔষধ দেন তাহা অগ্রাহ্য করা উচিত নয়। রোগ হইলে ঔষধ ভিন্ন সুস্থ হইবার আর উপায় নাই। অনেকে ঔষধে অবহেলা করিয়া মরিয়া গিয়েছে।

কোন কোন জন্তু অধিক কাল বাঁচে; কোন কোন জন্তু অতি অল্প কাল মাত্র। ইহা প্রসিদ্ধ আছে, কুকুর প্রায় চৌদ্দ পনের বৎসর বাঁচে। কোন কোন ঘোড়া প্রায় কুড়ি বৎসর বাঁচে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষি সকল কেবল কয়েক বৎসর মাত্র বাঁচিয়া থাকে। অধিকাংশ কীট পতঙ্গ প্রায় এক বৎসরের অধিক বাঁচে না। কোন কোন কীট এক ঘণ্টা মাত্র বাঁচে। অতি ক্ষুদ্র জাতীয় মশা সূর্যের আলোকে অল্প কাল মাত্র খেলা করিয়া ভূতলে পতিত ও পঞ্চস্থ প্রাপ্ত হয়।

সকল জন্তুরই স্ত্রী ও পুরুষ আছে; এবং তাহাদিগের সন্তানেরা ঐ রূপ স্ত্রী ও পুরুষ হইয়া থাকে। মৃত্যুকালে তাহারা সন্তান দিগকে রাখিয়া যায়। ঐ সন্তানেরাও ক্রমে বৃদ্ধ হইয়া আপন আপন সন্তান রাখিয়া লোক যাত্রা সম্বরণ করে। এই রূপে এক পুরুষ গত ও আর এক পুরুষ আগত হয়। মনুষ্যজাতি অন্য অন্য প্রায় সমুদায় জন্তু অপেক্ষা অধিক কাল বাঁচে।

মরণের অবধারিত কাল নাই; অনেকে প্রায় ষাট বৎসরের মধ্যেই মরিয়া যায়। যাহারা সত্তর, আশী, নব্বই অথবা এক শত বৎসর বাঁচে তাহাদিগকে লোক দীর্ঘজীবী বলে, কিন্তু অনেকেই শৈশব কালে কালগ্রাসে পতি হয়। এক্ষণে যাহারা নিতান্ত শিশু আছে তাহারাও তাহাদের পিতা, মাতা, পিতামহ, পিতামহীর ন্যায় বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বাঁচিতে পারে; কিন্তু চিরজীবী হইবে না। কেহই অমর নহে; সকলকেই মরিতে হইবেক।

জন্তু সকল মরিলে তাহাদের শরীরে প্রাণ ও চেতনা থাকে না। তখন উহারা আর পূর্বের মত দেখিতে, শুনিতে, চলিতে, বলিতে কিছুই পারে না; কেবল অচেতন স্পন্দহীন জড় পদার্থ মাত্র পড়িয়া থাকে। মৃত শরীর বিস্ত্রী বিবর্ণ হইয়া যায়; দেখিলে অত্যন্ত অসন্তোষ জন্মে: এই জন্যে লোকে অবিলম্বে তাহা দাহ করে। কোন কোন জাতি দাহ করে না, মাটিতে পুতিয়া ফেলে।

মনুষ্য শৈশব কালে অতি অজ্ঞ থাকে; পরে, ক্রমে ক্রমে যত বড় হয়, উপদেশ পাইয়া নানা বিষয় শিখিতে থাকে। আমরা এই যে পৃথিবীতে বাস করিতেছি, ইহা কত বড় ও ইহার কেমন আকার, শিশুরা তাহার কিছুই জানে না। তাহারা মনে করে পৃথিবী মেজের মত সমান ভূমি; কিন্তু ক্রমে পুস্তক পাঠ ও গুরুপদেশ দ্বারা জানিতে পারে পৃথিবী কমলা লেবুর ন্যায় গোল। শিখাইয়া না দিলে, শিশুরা কিছুই জানিতে পারে না; অধিক কি, তাহাদের কি নাম, কোন হাত ডানি, কোন হাত বাঁ, ইহাও জানিতে পারে না।

বালকেরা সকল বিষয়ে অজ্ঞ বলিয়া তাহাদিগকে শিক্ষার্থে পাঠশালায় পাঠান যায়। যাহারা বাল্যকালে যৎ পূর্বক বিদ্যা অভ্যাস করে তাহারা চিরদিন ধনে, মনে, মনের সুখে কাল যাপন করে। আর যাহারা বিদ্যাভ্যাসে ঔদাস্য ও অবহেলা করিয়া কেবল খেলা করিয়া বেড়ায় তাহারা মূর্থ হয় ও যাবৎ জীবন দুঃখ পায়।



## ইন্দ্রিয়।

---

ইন্দ্রিয় জ্ঞানের দ্বার স্বরূপ; অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা সর্বপ্রকার জ্ঞান জন্মে। ইন্দ্রিয় না থাকিলে আমরা কোন বিষয়ে কিছু মাত্র জানিতে পরিতাম না। মনুষ্যের পাঁচ ইন্দ্রিয়। সেই পাঁচ ইন্দ্রিয় এই; চক্ষু, কণ, নাসিক, জিহ্বা, স্বক। চক্ষু দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে তাহাকে দর্শন কহে; কণ দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে তাহাকে শ্রবণ; নাসিকা দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে তাহাকে ঘ্রাণ; জিহ্বা দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে তাহাকে আস্বাদন; স্বক দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে তাহাকে স্পর্শ কহে।

চক্ষু দর্শনেন্দ্রিয়। চক্ষু দ্বারা সকল বস্তু দর্শন করা যায়। চক্ষু না থাকিলে, কোন্ বস্তুর কেমন আকার, কোন্ বস্তু শাদা, কোন্ বস্তু কাল, কিছুই জানিতে পারিতাম না। যে স্থানে আলো থাকে সেই থানেই চোখে দেখা যায়; যে স্থানে গাঢ় অন্ধকার, কিছুই আলো নাই, সেখানে কিছুই দেখা যায় না। রাত্রিকালে চন্দ্র ও নক্ষত্র দ্বারা অতি অস্পষ্ট আলোক হয়, এই নিমিত্ত বড় স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না। দিনের বেলায় সূর্য্যের আলোক থাকে অতএব অতি সুন্দর দেখিতে পাওয়া যায়; রাত্রিতেও প্রদীপ জ্বালিলে বিলক্ষণ আলো হয়, তখন উত্তম দেখিতে পাওয়া যায়।

চক্ষু অতি কোমল পদার্থ, অল্পেই নষ্ট হইতে পারে; এজন্য চক্ষুর উপর দুই খানি আবরণ আছে। ঐ দুই আবরণকে চক্ষুর পাত কহে। চক্ষুতে আঘাত লাগিবার, অথবা কিছু পড়িবার, আশঙ্কা হইলেই আমরা উহা দ্বারা চক্ষু ঢাকিয়া কেলি। নিদ্রার সময় চক্ষুর পাতা বন্ধ করা থাকে। চক্ষুর পাতার ধারে কতকগুলি ক্ষুদ্র রোম আছে, তাহাতেও চক্ষু অনেক রক্ষা হয়। রোমের নাম পক্ষা। পক্ষা আছে বলিয়া ধুলা, কুটা, কীট, প্রভৃতি চক্ষে পড়িতে পায় না এবং সূর্য্যের উত্তাপ অল্প লাগে।

চক্ষু না থাকিলে অত্যন্ত অসুখ ও অত্যন্ত ক্লেশ। যাহার দুই চক্ষু নাই সে অন্ধ। অন্ধ কিছুই দেখিতে পায় না; কোথাও যাইতে পারে না; যাইতে হইলে এক জন তাহার হাত ধরিয়া লইয়া যায়; নতুবা পড়িয়া মরে। অতএব অন্ধ হওয়া বড় ক্লেশ। যাহার এক চক্ষু নাই তাহাকে কাণা কহে। কাণা হইলেও দেখিতে পাওয়া যায়; কাণকে অন্ধের মত দুঃখ ও ক্লেশ পাইতে হয় না।

চক্ষুর ঠিক মধ্য স্থলে যে এক অতি ক্ষুদ্র অংশ তাহা উহা দর্পণের মত স্বচ্ছ। আমরা যে কোন বস্তু অবলোকন করি, ঐ স্বচ্ছ অংশে সেই সেই বস্তুর

প্রতিবিশ্ব পড়ে; সেই প্রতিবিশ্ব এক শিরা দ্বারা মস্তিষ্কে নীত হইলে দর্শন জ্ঞান জন্মে।

কর্ণ দ্বারা সকল শব্দের শ্রবণ হয়, এই নিমিত্ত কর্ণকে শ্রবণেন্দ্রিয় কহে। কর্ণ না থাকিলে আমরা কিছুই শুনিতে পাইতাম না। শব্দ সকল প্রথমতঃ কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। অভ্যন্তরে পটহের মত যে অতি পাতলা এক খণ্ড চর্ম্ম আছে তাহাতে সেই শব্দের প্রতিঘাত হয়, এবং তাহাতেই শ্রবণ জ্ঞান নিস্পন্ন হয়। কোন কোন লোক এমত দুর্ভাগ্য, যে, তাহাদিগের শ্রবণ শক্তি নাই; তাহারা বধির অর্থাৎ কাল। কেহ কিছু কহিলে অথবা কেহ কোন শব্দ করিলে কালারা শুনিতে পায় না।

নাসিকাকে ঘ্রাণেন্দ্রিয় কহে। নাসিক দ্বারা গন্ধের ঘ্রাণ পাওয়া যায়। নাসিক না থাকিলে কি ভাল, কি মন্দ, কোন গন্ধ ঘ্রাণ করিতে পারিতাম না। নাসা রক্তের অভ্যন্তরে কতক গুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা সঞ্চারিত আছে; তাহা দ্বারাই পুষ্পের ও অন্য অন্য দ্রব্যের আঘ্রাণ পাওয়া যায়; যে সকল গন্ধের আঘ্রাণে মনের প্রীতি জন্মে তাহাকে সুগন্ধ ও সৌরভ কহে। আর যে গন্ধের আঘ্রাণে অসুখ ও ঘৃণা বোধ হয় তাহাকে দুর্গন্ধ কহে। আতর, চন্দন ও পুষ্পের গন্ধ সুগন্ধ। কোন বস্তু পচিলে যে গন্ধ হয় তাহা দুর্গন্ধ।

জিহ্বা দ্বারা সকল বস্তুর আস্বাদন পাওয়া যায়; এই নিমিত্ত জিহ্বাকে রসেন্দ্রিয় কহে। রসন শব্দের অর্থ আস্বাদন। জিহ্বার অন্য এক নাম রসনা। জিহ্বা না থাকিলে আমরা কোন বস্তুরই আস্বাদন বুঝিতে পারিতাম না। জিহ্বার অগ্রভাগে কতকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা সঞ্চারিত আছে। মুখের মধ্যে কোন বস্তু দিবা মাত্র ঐ শিরা দ্বারা তাহার স্বাদগ্রহ হয়।

বস্তুর আস্বাদন নানা প্রকার। চিনির আস্বাদ মধুর; তেঁতুল অম্ল বোধ হয়; নিষ ও চিরতা তিক্ত লাগে। যাহা খাইতে ভাল লাগে তাহাকে সুস্বাদ কহে; যাহা মন্দ লাগে তাহাকে বিস্বাদ কহে। কোন কোন বস্তুর কিছুই আস্বাদন নাই; মুখে দিলে, না অম্ল, না মধুর, না তিক্ত, না কটু, কিছুই বোধ হয় না; যেমন গাঁদ, চোয়ান জল

স্বক্ স্পর্শেন্দ্রিয়। স্বক্ দ্বারা স্পর্শজ্ঞান হয়। স্বক্ সকল শরীর ব্যাপিয়া আছে; অতএব শরীরের সকল অংশেই স্পর্শ জ্ঞান হইয়া থাকে; কিন্তু সকল অঙ্গ অপেক্ষা হস্তই স্পর্শ জ্ঞানের প্রধান সাধন। অঙ্গুলির অগ্রভাগে যে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা আছে তাহা দ্বারা অতি উত্তম স্পর্শ জ্ঞান হয়। অন্ধকারে যখন দেখিতে পাওয়া যায় না, তখন হস্ত ও অন্য অন্য অঙ্গ দ্বারা স্পর্শ করিয়া প্রায় সকল বস্তুই জানিতে পারা যায়। বায়ু দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবল স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা উহার অনুভব হয়।

এই সকল ইন্দ্রিয় জ্ঞানের পথস্বরূপ। ইন্দ্রির পথ দ্বারা আমাদিগের মনে জ্ঞান সঞ্চার হয়। ইন্দ্রিয় বিহীন হইলে আমরা সকল বিষয়েই সম্পূর্ণ অজ্ঞান থাকিতাম। এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিনিয়োগ দ্বারা অভিজ্ঞতা লাভ হয়।